মাসিক কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. এ কে এম রফিক উদ্দিন
ডা: এস এম মোরতায়েজ আমিন

সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
কারিগরি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী কারিগরি সম্পাদক নুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জামাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
আ. ফ. মো: সামসুজ্জোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ এম. এ. হক অনু
ওয়েব মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর মৃধা
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : রাইটস (প্রা.) লি.
৪৪সি/২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল শিকদার
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৬৭৪৬, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No.11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

হাইটেক পার্কে অনিশ্চিত অর্থায়ন

আইসিটি মন্ত্রণালয়ের দু'টি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত এক হাজার কোটির বেশি টাকা পাওয়া এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র মতে, যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে টাকা ছাড় করার কথা ছিল। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়েছে, বিষয়টি সম্পর্কে পরে জানানো হবে। এদিকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ তথা ইআরডিকে বিশ্বব্যাংক মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বব্যাংক আপাতত ওই দু'টি প্রকল্পে অর্থায়ন করছে না। ইআরডি'র দায়িত্বশীল সূত্র এ বিষয়টি নিশ্চিত করলেও বর্তমান আইসিটি মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন বলেছেন, বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।তবে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

খবরে প্রকাশ, বেসরকারি খাত উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প তথা পিএসডিএসপি'র আওতায় হাইটেক পার্কে চলাচল সুবিধার জন্য ঢাকা-কালিয়াকৈর শাটল ট্রেনপথ নির্মাণসহ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ৫৫০ কোটি টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সে অনুযায়ী দুই পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সব প্রস্তুতি শেষ হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে গত মার্চ মাসে বিশ্বব্যাংক বেঁকে বসে। বিষয়টির আর্থিক অনুমোদনের জন্য বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সভায় উত্থাপনের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা করা হয়নি। উল্টো বিশ্বব্যাংক থেকে জানানো হয়েছে– এ বিষয়ে পরে জানানো হবে। দুই বছর মেয়াদি এই প্রকল্প নতুন অর্থবছর থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই সময়ের বাস্তবতা হচ্ছে, বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পে অর্থায়ন স্থগিত করে দিয়েছে।

অপরদিকে 'লেভারাইজিং আইসিটি ফর গ্রোথ অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্ন্যান্স' প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংক ২০০৭ সালে সরকারের সাথে ৫০৯ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনসহ যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের বিপরীতে প্রতিশ্রুত টাকা ছাড়ের অনুমোদন করার সময় বিশ্বব্যাংক বোর্ড সভায় তা উত্থাপন করা হয়নি। এ প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল গত ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু গত মার্চ মাস থেকে বিশ্বব্যাংক এ ব্যাপারে 'ধীরে চলো নীতি' অবলম্বন শুরু করে। বিশ্বব্যাংক এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে বাংলাদেশের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ করেনি। তবে ইআরডি'র মাধ্যমে আইসিটি মন্ত্রণালয় জানতে পেরেছে, বিশ্বব্যাংক এসব প্রকল্পে আর বিনিয়োগ করতে আগ্রহী নয়।

উল্লেখ্য, পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার মানুষকে প্রযুক্তিজ্ঞান-সম্পন্ন করা, আইসিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৩ থেকে আরো উন্নত করার পরিকল্পনা ছিল এ প্রকল্পের লক্ষ্য। ইউএনডিপি আইসিটির ক্ষেত্রে নির্দেশিকা নির্ধারণ করে। এ ছাড়া পাঁচ বছর পর পর আইসিটি খাত থেকে প্রতিবছর ৫০ কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল এই প্রকল্পের সুবিধা হিসেবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, উল্লিখিত প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হলে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা অনেকটা এগিয়ে যেত। কিন্তু বিশ্বব্যাংক কার্যত এই প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, পদ্মা সেতু সম্পর্কিত বিতর্কিত দুর্নীতির ঘটনার সাথে এই দু'টি প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট করেই বিশ্বব্যাংক এই ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করেছে। প্রকল্প দু'টিতে এভাবে প্রতিশ্রুত অর্থায়ন বন্ধ করা বিশ্বব্যাংকের উচিত হয়নি। শুধু এই দু'টি প্রকল্পই নয়, বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে আরো ৩৫ প্রকল্প চালু রয়েছে। পদ্মা সেতুর সাথে এসব প্রকল্পকে মোটেও জড়ানো ঠিক হবে না।

আমরা চাই, আলোচ্য প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের অর্থ সহায়তা অব্যাহত থাকুক। এ প্রকল্প বাস্তবায়ন না হলে উপজেলা পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনে শতভাগ সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে না। কোরীয় সরকারের ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে উপজেলা ইন্টারনেট কানেকটিভিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই কানেকটিভিটি কাজে লাগাতে প্রযুক্তিজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষ দরকার। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া তা সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে সরকারের প্রতি আমাদের তাগিদ, বিশ্বব্যাংকের সাথে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে উল্লিখিত প্রকল্প দু'টির অর্থ ছাড়ের পক্ষে যাবতীয় বাধা দূর করার জোরদার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শনের কোনো অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে, বর্তমান অচলাবস্থা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের ধাক্কা। এ ধাক্কা সামলিয়ে আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না কিছুতেই।

সবশেষে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবারো আইসিটি'র নীতিমালা অনুযায়ী আইসিটি খাত প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ পায়নি। এর পরও যদি পদ্মা সেতু স্থানীয়ভাবে অর্থায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আইসিটি খাতের বাজেট বরাদ্দ যেনো কাটছাট না হয়, সে তাগিদ আগে থেকেই দিয়ে রাখলাম।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • সৈয়দ হাসান মাহমুদ • সৈয়দ হোসেন মাহমুদ • মো: আবদুল ওয়াজেদ